দৈনিক জনকণ্ঠ

JUL 28 2002

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সঙ্কট ॥ বেতন ও ফী বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন সাইফুর

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন চরম অর্থ সঙ্কটে ভুগছে। আর এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতন ও আবাসিক ফী বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব আয় বাড়ানোর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকে কেবল টাকা চায়, কিন্তু নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় বাড়াতে চায় না। বুধবার অর্থমন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এটিএম মঞ্জুরুল হকের নেতৃত্বে কমিশন সদস্যরা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সম্মেলন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫-৯৬

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(৮-এর পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ

শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০০২ পর্যন্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উপখাতেই ঘাটতি রয়েছে কেবল ৫৬ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ ৩১১ কোটি টাকা থেকে ৩৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এসব বিবেচনা করে অর্থমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব আয় বাড়ানোর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ও আবাসিক ফী বাড়ানোর চিন্তা করছে সরকার। তবে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বেতন বাড়ানোর ব্যাপারে প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা হওয়া দরকার। সভায় ইসলামী, খুলনা, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে অর্থ অনুদান না করলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে উল্লেখ করা হলে অর্থমন্ত্রী বলেন, যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করায় এই সমস্যা হয়েছে। বেতন ও আবাসিক ফী বাড়ানো প্রসঙ্গে মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাহফুজুল ইসলাম বলেন, প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা ৩০/৪০ টাকা মাসিক বেতন দিয়ে থাকে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেই ৪০/৫০ বছর আগের নিয়মে ১২ টাকা বেতন দিয়ে থাকে। তিনি বেতন বাড়ানোর পক্ষে মত দেন। তবে ছাত্রছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করে বেতন ও আবাসিক ফী বাড়ানো হলে নতুন করে সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনার বিষয়টিও আলোচনায় প্রাধান্য পায়।